কালের কন্ঠ ০১.০৬.১৭

সংসদে ওবায়দুল কাদের

বিমানবন্দর থেকে সাভার ইপিজেড পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মিত হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

গার্মেন্টশিল্পের সুবিধার্থে ও যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নে রাজধানীর বিমানবন্দর থেকে সাভার ইপিজেড পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। চীন সরকারের অর্থায়নে আগামী ডিসেম্বরে গুরুত্বপূর্ণ এই প্রকল্পের কাজ শুরু করা সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। গতকাল বুধবার জাতীয় সংসদ অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি এ তথ্য জানান।

স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অধিবেশনে সরকারদলীয় সদস্য ডা. এনামুর রহমানের এসংক্রান্ত সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে সেতুমন্ত্রী জানান, ওই সড়কটি চার লেনে উন্নীত করার এবং ফুটপাত ও ড্রেনেজ নির্মাণের বিষয়টিও বিবেচনায় রয়েছে।

নতুন একটি এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের বলেন, আব্দুল্লাহপুর থেকে বাইপাইল পর্যন্ত ১৮ কিলোমিটার রাস্তা। এই রাস্তার দুই পাশে বিল ও জলাশয় রয়েছে, যেখানে জমি অধিগ্রহণ সম্ভব নয়। কিন্তু রাস্তা প্রশস্ত করতে হলে জমি অধিগ্রহণ করতে হবে। এ কারণে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তিনি আরো বলেন, বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেতু বিভাগের সঙ্গে বসেছিলেন। ওখানে অনেক গার্মেন্টশিল্প আছে। ওই সড়কটি প্রশস্ত হওয়া দরকার। যেহেতু নিচে প্রশস্ত করা কঠিন, তাই বিমানবন্দর থেকে ইপিজেড পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। চীন সরকার এই প্রকল্পে অর্থায়নে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আগামী ডিসেম্বর নাগাদ কাজ শুরু করা যাবে।

মন্ত্রী আরো জানান, গার্মেন্টশিল্প মালিকরা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের পাশাপাশি নিচে চার লেন করার কথা বলেছেন। আসলে চার লেন আর প্রয়োজন হবে না। কারণ যেখানে যেখানে প্রয়োজন হবে, সেখানে সেখানে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের র‍্যাম্প থাকবে। ফলে নেমে যাওয়ার কোনো সমস্যা হবে না। তার পরও পরে বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। তিনি আরো বলেন, ওই এলাকায় ফুটপাত ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা চালু করা দরকার। এটা করা কঠিন। কারণ রাস্তার পাশে অনেক দোকানপাট ও গার্মেন্টশিল্প আছে। এর ভেতর দিয়ে কাজ করা খুবই কঠিন। তবে জনগণের সুবিধার্থে ফুটপাত নির্মাণ ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা চালু করা হবে।